ঘরেফেরা কর্মসূচি

(ছিন্নমূল বস্তিবাসীদের নিজ গ্রামে প্রত্যাবাসনের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ)

প্রতিবছর নদীভাঙ্গণ, মঙ্গা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বশ্রান্ত হয়ে সারা দেশ হতে অসংখ্য ছিন্নমূল সহায়-সম্বলহীন মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে জীবিকার সন্ধানে ঢাকাসহ বড় বড় শহরের বস্তিগুলোতে এসে আশ্রয় নেয়। দারিদ্র পীড়িত এসব অসহায় মানুষ বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয় এবং এর ফলে শহরগুলোতে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিসহ পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে। বস্তিতে বসবাসকারী অসহায় ও ভাগ্য বিড়ম্বিত এসব ছিন্নমূল মানুষকে পূতিগন্ধময় বস্তি থেকে গ্রামের আপন ঠিকানায় ফিরিয়ে নিয়ে পুঁজি, প্রযুক্তি ও উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে তাদেরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশে জীবন-যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক “ছিন্নমূল মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন (ছিমাস্বপ) শিরোনামে একটি মহতি কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৯৯ সালের ২০মে তৎকালীন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্মসূচিটি উদ্বোধনকালে এ ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচিটির মানবিক আবেদন ও সামাজিক গুরুত্ব পর্যবেক্ষণ করে মুগ্ধ হন এবং তিনি এ কর্মসূচিটিকে ‘ঘরেফেরা’ নামে অভিহিত করেন। তখন থেকেই এ কর্মসূচিটি ‘ঘরেফেরা কর্মসূচি’ নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৯৯ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচির আওতায় ৩৪টি জেলায় ব্যাংকের ২৭৭টি শাখার মাধ্যমে মোট ২৩৭৩টি পরিবারের ১৫,৩২৮ জন বস্তিবাসীকে পুনর্বাসিত করা হয় এবং ৪.২৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে দারিদ্রমুক্ত মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে দারিদ্র নিরসনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ‘ঘরেফেরা’ কর্মসূচিটি পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে সরকার ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেটে ‘ঘরেফেরা’ কর্মসূচির জন্য ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখেন, যা থেকে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে ৫.০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রদানকৃত অর্থ দ্বারা ঘূর্ণায়মান তহবিল সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাংক বর্তমানে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

ইতোমধ্যে ঘরেফেরা কর্মসূচির পরিবর্তিত নীতিমালা পুস্তিকাকারে মুদ্রণ করে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ঋণ আবেদন ফরম, মাঠ জরিপ প্রতিবেদন ফরম, একরারনামা, অঙ্গিকারনামা, ঋণ মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত নিশ্চয়তাপত্র প্রভৃতি দলিলপত্রাদি মুদ্রণ করে মাঠ পর্যায়ে প্রেরিত হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় বস্তিবাসী নির্বাচন ও গ্রামে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নিম্নবর্ণিত চারটি ধাপে সম্পন্ন করা হয় ঃ

(ক) **প্রথম ধাপ ঃ** বস্তি জরিপের মাধ্যমে গ্রামে পুনর্বাসিত হতে ইচ্ছুক/আগ্রহী বস্তিবাসীদের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের পর বস্তিবাসীদের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী তালিকা প্রস্তুত এবং প্রাপ্ত তথ্যাদির সত্যতা সরজমিনে যাচাই করার জন্য তা বস্তিবাসীদের নিজ নিজ গ্রামের নিকটবর্তী বিকেবি’র শাখায় প্রেরণ করা।

(খ) **দ্বিতীয় ধাপ ঃ** শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠ কর্মী কর্তৃক বস্তিবাসীদের প্রদত্ত ঠিকানা অনুযায়ী সরেজমিনে গ্রাম পরিদর্শন করে বস্তিবাসীদের দেয়া তথ্যাদির সত্যতা যাচাইপূর্বক বস্তিবাসী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদের ও শাখার মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা।

(গ) **তৃতীয় ধাপ ঃ** প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট বস্তিবাসীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে পুনর্বাসনের জন্য যোগ্য বস্তিবাসী নির্বাচন এবং আত্মকর্মসংস্থানের সম্ভাব্য খাত ও মঞ্জুরীযোগ্য ঋণের টাকার পরিমান নির্ধারণ করা।

(ঘ) **চতুর্থ ধাপ ঃ** নির্বাচিত বস্তিবাসীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণের আবেদন পত্র গ্রহণ, ঋণ মঞ্জুর, বিতরণ ও তত্ত্বাবধান।

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ঘরেফেরা কর্মসূচির আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলীর সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

(লক্ষ টাকা)

জরিপকৃত ছিন্নমূল পরিবারের সংখ্যা	সরেজমিনে গ্রাম পরিদর্শন করে যাচাইকৃত ছিন্নমূল পরিবারের সংখ্যা	যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত ছিন্নমূল পরিবারের সংখ্যা	ঋণ মঞ্জুরকৃত ছিন্নমূল পরিবারের	
			সংখ্যা	পরিমান
৩০২৩	১৭২৭	৪৪২	২২২	৭১.৪০